Bhatter College

Dantan, Paschim Medinipur

Dept:-Music

Professor Name:-Dr.Santanu Tewari

Semester-II

G.E-2020

GE-2:-Aspects of Thata, Mela, Raga & Tala (Theoretical)

GE2T:- Aspects of Thata, Mela,Raga & Tala

Course Contents

b) Definition of Raga & a brief knowledge of the following:-

IV) Time Theory of Raga

Dated:-24.04.2020

Signature of H.O.D

GE - 2: Aspects of Thata, Mela, Raga & Tala (Theoretical) **Credits 06**

GE2T: Aspects of Thata, Mela, Raga & Tala

Course Contents:

Aspects of Thata, Mela & Raga:

a) Knowledge of the Ten Thata system of V.N. Bhatkhande

b) Definition of raga & a brief knowledge of the following:
   I. Difference between thata & raga
   II. Raga vargikaran & definition of suddha, chhayalog, sankirna, sandhiprakash raga, paramel prabesak raga
   III. Theoretical knowledge of Akarmatrik Swaralipi & Hindustani Swaralipi Paddhati
   IV. Time theory of raga

Downloaded from Vidyasagar University by 64.233.173.171 on 29 January 2019 : 12:32:01, Copyright : Vidyasagar University
http://www.vidyasagar.ac.in/Downloads/ShowPdf.aspx?file=/UG_Syllabus_CBCS_FULL/BA_HONS/Music_Hons.pdf

Aspects of Tala:

1. Theoretical knowledge of Trital, Ektal (Dwimatric & Trimatric), Chautal, Surphaktala & ability to write the thekas of the above Talas in Barabar, Dwigun & Chaugun Laya

2. Definition of Tala, Matra & Laya
   - Swara : knowledge of suddha & vikrit swaras, achal swara, ardhodarshak swara
   - Brief knowledge of sruti & swarasthana (both ancient & modern)
   - Ten Principal Features (Dasaprana) of Tala

GE-3: Theoretical knowledge of music (including advanced theory of Rabindranath)

Credits 06

GE3T: Theoretical knowledge of music (including advanced theory of Rabindranath)

a. Advanced theoretical knowledge of Rabindrasangeet – Study of Tagore's sangeet chinta,
b. Experiments with various forms of music – Deshi, bideshi.
c. Rabindrasangeet Talas, Geetinatya,Nrityanatya, Parjay, etc.- Rabindra Sangeet
d. Applied theory of Rabindra Sangeet : This part would deal with the study of :
   1. Tagore Experiments with Talas
   2. Different parjayas of Rabindra Sangeet
   3. Tagore's Experiments various forms of music (Bhanga Gaan)
   4. Tagore's Giti Natyas & Nritya Natyas
e. Description & history of Tanpura, Tabla- Banya & Pakhowaj
f. Detailed knowledge of Regional Folk Songs of West Bengal
g. Brief knowledge about : Kabi Gaan, Panchali Gaan, Akhrai, Jatra, Nataker Gaan.
h. Detailed knowledge of Kirtan

১১৮। রাগ কাকে বলে?

"রঞ্জয়তি ইতি রাগ"

অর্থাৎ স্বর ও বর্ণের মিশ্রনে যে মধুর ধ্বনি মনুষ্য চিত্ত মুগ্ধ করে তাকে রাগ বলে। অভিনব রাগমঞ্জরীতে বলা হয়েছে —

" যোহয়ং ধ্বনিবিশেষস্তু স্বরবর্ণ বিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগ কথিতো বুধৈঃ।।"

অর্থাৎ ধ্বনির এক বিশেষ রচনা যা স্বরবর্ণের দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে জনগনের মন বা চিত্তকে মুগ্ধ করে তাকেই জ্ঞানীগুণীজনেরা 'রাগ' বলে থাকেন।

'রাগ' রচনার সময় বিশেষ কয়েকটি নিয়ম মানা হয় –

১১৯। রাগের লক্ষন কি?

উঃ (১) প্রতিটি রাগই কোনো না কোনো ঠাট থেকে উৎপন্ন হয়। এই জন্য প্রত্যেক রাগকে 'জন্য রাগ' বলা হয়।

(২) রাগ রচনা করতে গেলে কমপক্ষে ৫টি স্বর দরকার হয়। অর্থাৎ ৫টি স্বরের কম হলে রাগ রচনা হবে না।

(৩) রাগে 'সা' স্বরটি কখনোই বর্জিত হয় না। এবং 'ম' ও 'প' এই দুটি স্বর একসঙ্গে বর্জিত হয় না।

(৪) রাগে আরোহ, অবরোহ, পকড় ইত্যাদি থাকা দরকার।

(৫) প্রতিটি রাগে বাদী ও সমবাদী থাকা দরকার।
(৬) রাগের লোক মনোরঞ্জন করার গুণ থাকা দরকার।
(৭) রাগে রসের অভিব্যক্তি থাকা প্রয়োজন।
(৮) কোনো রাগে সাধারনত একই স্বরের দুটি রূপ পরপর ব্যবহার করা হয় না। তবে দু - একটি রাগে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন - কেদার রাগে এবং ললিত রাগে শুদ্ধ (ম) ও তীব্র মধ্যম (ম) স্বর পরপর ব্যবহার হয়।
(৯) প্রতিটি রাগের সম্পূর্ণ, ষাড়ব, ঔড়ব প্রভৃতি জাতি বিভাগ থাকা দরকার।
(১০) প্রতিটি রাগ পরিবেশন করার জন্য সময় নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন।

১২০। প্রাচীন কালে রাগের দশটি লক্ষনগুলি আলোচনা কর ঃ-

উঃ (১) গ্রহস্বর ঃ- যে স্বর থেকে রাগ শুরু করা হত সেই স্বরকে প্রাচীনকালে গ্রহস্বর বলা হ'ত।
(২) অংশস্বর ঃ- রাগে যে স্বর সবচেয়ে বেশীবার ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ এখন যাকে বাদী স্বর বলা হয়, প্রাচীনকালে তাকে অংশ স্বর বলা হ'ত।
(৩) মন্দ্রস্বর ঃ- মন্দ্র সপ্তকে যে স্বর্ গাওয়া বা বাজানো হ'ত ।
(৪) তার স্বর ঃ- তার সপ্তকে যে স্বর গাওয়া বা বাজানো হ'ত ।
(৫) ন্যাস স্বর ঃ- রাগ পরিবেশন করার সময় যে স্বরের উপর শিল্পী বিশ্রাম করত।
(৬) অপন্যাস স্বর ঃ- যে স্বরের উপর রাগ গাওয়া বা বাজানো শেষ করা হ'ত।
(৭) সংন্যাস ঃ- গীতের প্রথম ভাগ যে স্বরের উপর শেষ করা হ'ত।
(৮) বিন্যাস ঃ- যে স্বরটি গীতের প্রথম ভাগের প্রথম কলির শেষে থাকত।
(৯) ষাড়বত্ব ঃ- যে রাগে ৬টি স্বর ব্যবহার করা হ'ত।
(১০) ঔড়বত্ব ঃ- যে রাগে ৫টি স্বর ব্যবহার করা হ'ত।

১২১। রাগ পরিবেশনের সময় সম্পর্কে আলোচনা কর ঃ-

উঃ প্রাচীনকালে সংগীতজ্ঞরা রাগের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে রাগ পরিবেশন করতেন। তখন প্রকৃতির বিভিন্ন ঋতুর উপর সাদৃশ্য রেখে রাগ পরিবেশন করা হ'ত। যেমন - গ্রীষ্মকালে - দীপক রাগ, বর্ষাকালে- মেঘ রাগ, শরৎকালে- ভৈরবরাগ, হেমন্তকালে- মালকোষ রাগ, শীতকালে - শ্রী রাগ এবং বসন্তকালে - বসন্তরাগ বা বাহার রাগ ইত্যাদি।

১২২। রাগে ব্যবহৃত স্বর অনুসারে রাগ পরিবেশনের সময় নির্ধারণ কর।

উঃ সপ্তকের অন্তর্গত ১২টি স্বরের মধ্যে ৫টি থেকে ৭টি স্বর দিয়ে রাগ রচনা করা হয়। এর কম বা বেশী স্বর দিয়ে রাগ রচনা হয় না। রাগে এই স্বরগুলি শুদ্ধ বা বিকৃত দুইই হতে পারে। এই শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর দিয়ে গঠিত রাগ গুলিকে মোট তিনটি

যেমন - ভৈরব ঠাটের রাগগুলি হল ঃ- (রে, ধ এবং গ) ভৈরব, কালিংড়া, রামকেলী প্রভৃতি
পূর্বী ঠাটের রাগগুলি হল ঃ- (রে, ধ এবং গ) পরজ, বসন্ত প্রভৃতি।
মারবা ঠাটের রাগ হল ঃ- (রে এবং গ ও ধ) ভাটিয়ার, ললিত, সোহিনী প্রভৃতি।
(খ) সকাল ৭টা থেকে বেলা ১০টা বা ১২টা পর্যন্ত যে রাগগুলি পরিবেশন করা হয় সেই রাগগুলিতে 'রে', 'গ'ও'ধ' স্বরটি শুদ্ধ হবে।
যেমন - কল্যাণ ঠাটের রাগগুলি হল (রে ও ধ) গৌড়সারং, হিন্দোল প্রভৃতি।
বিলাবল ঠাটের রাগগুলি হল ঃ- (রে ও ধ) বিলাবল, আলাহিয়া বিলাবল, দেশকার প্রভৃতি। খাম্বাজ ঠাটের রাগ হল ঃ- (রে ও ধ) গারা প্রভৃতি।
(গ) বেলা ১০টা বা ১২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত যে রাগগুলি পরিবেশন করা হয় সেই রাগগুলিতে 'গ' ও 'নি' হবে। যেমন - কাফী ঠাটের রাগগুলি হল ঃ- (গ ও নি) কাফী, ভীমপলশ্রী, পীলু, বাগেশ্রী প্রভৃতি। ভৈরবী ঠাটের রাগগুলি হল - (গ ও নি) ভৈরবী, বিলাসখানী, টোড়ী প্রভৃতি।

১২৪। রাত্রিবেলায় পরিবেশিত রাগ সম্পর্কে আলোচনা কর ঃ-

উঃ (ক) রাত্রিবেলায় প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত যে রাগগুলি পরিবেশন করা হয় সেই রাগগুলিতে 'রে' ও 'ধ' এবং 'গ' ব্যবহৃত হয়। এই রাগগুলিকেও সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলা হয়। যেমন - পূর্ব্বী ঠাটের রাগগুলি হল ঃ- পূরবী, শ্রী, পুরিয়া ধানেশ্রী প্রভৃতি।
ভৈরবী ঠাটের রাগগুলি হল ঃ- গৌরী প্রভৃতি।
আমরা এর ব্যতিক্রম হিসাবে দেখতে পাই যেমন - মারবা ঠাটের রাগে 'ধ' এর পরিবর্তে শুদ্ধ 'ধ' হয়। উদাহরণ - পূরিয়া, মারবা প্রভৃতি।
(খ) সন্ধ্যে ৭টা থেকে রাত ১০টা বা ১২টা পর্যন্ত যে রাগগুলি পরিবেশিত হয় তাতে 'রে' ও 'ধ' শুদ্ধ স্বর হয় এবং 'গ' স্বরটিও শুদ্ধ হয়। যেমন - কল্যাণ ঠাটের রাগগুলি হল ঃ- ইমন, কামোদ, কেদার প্রভৃতি।
খাম্বাজ ঠাটের রাগগুলি হল ঃ- খাম্বাজ, জয়-জয়ন্তী, তিলককামোদ প্রভৃতি।
বিলাবল ঠাটের রাগগুলি হল ঃ- দূর্গা, নট প্রভৃতি।
(গ) রাত ১০ টা বা ১২ টা থেকে পরদিন ভোর ৪টা পর্যন্ত যে রাগগুলি পরিবেশিত হয় তাতে গ ও নি কোমল স্বর হয়।
যেমন - আশাবরী ঠাটের রাগগুলি হল ঃ- দরবারী কানাড়া, আড়ানা প্রভৃতি।
কাফী ঠাটের রাগগুলি হল ঃ- কাফি, বাগেশ্রী, বাহার প্রভৃতি।
ভৈরব ঠাটের রাগগুলি হল ঃ- মালকোষ প্রভৃতি।

ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) যে সব রাগে কেবলমাত্র রে ও ধ কোমল স্বর ব্যবহৃত হয়। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ও দেখা যায়। যেমন - মারবা ঠাটের সন্ধি প্রকাশ রাগ গুলিতে শুদ্ধ 'ধ' এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

এই বিভাগের রাগগুলিতে দেখা যায় 'ধ' স্বরটি শুদ্ধ বা কোমল যাই হোক না কেন 'গ' স্বরটি শুদ্ধ এবং 'রে' স্বরটি কোমল হবে। এই রাগ গুলি পরিবেশন করার সময় হ'ল ভোর বা বিকেল ৪টা থেকে সকাল বা সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। এই রাগগুলিকে সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলা হয়। সন্ধি মানে হ'ল দুইয়ের মিলন। এক্ষেত্রে দিন ও রাত্রির মিলনের সময়টিকে বলা হয়েছে সন্ধিক্ষণ। আর এই সন্ধিক্ষণে এই রাগ গুলি পরিবেশন করা হয় বলে একে 'সন্ধি-প্রকাশ' রাগ বলা হয়। অবশ্য দিন ও রাত্রির মিলনক্ষণ মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার আর এই অল্প সময় কোন রাগ পরিবেশন করা যায় না তাই সন্ধিপ্রকাশ রাগ পরিবেশন করার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ৪টা থেকে ৭টা পর্যন্ত। একদিন মানে ২৪ ঘন্টায় দুবার এই সন্ধিক্ষণ আসে একবার ভোরে অপরটি আসে সন্ধ্যেতে। সে কারণেই ভোরবেলা অর্থাৎ ভোর ৪টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত এই সময় যে রাগ গুলি পরিবেশন করা হয় তাকে প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলে। এবং সন্ধ্যেবেলায় অর্থাৎ বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত যে রাগগুলি পরিবেশন করা হয় তাকে সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলে।

(খ) দ্বিতীয় ভাগটির রাগগুলিতে 'রে' ও 'ধ' শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয় এবং 'গ' স্বরটি শুদ্ধ থাকবে। এই রাগ গুলির পরিবেশন করার সময় হ'ল সন্ধিপ্রকাশ রাগের পর অর্থাৎ দিন বা রাত্রি ৭টা থেকে দিন বা রাত ১০টা বা ১২টা পর্যন্ত।

(গ) তৃতীয় ভাগটির রাগগুলিতে কেবল মাত্র 'গ' ও 'নি' স্বর কোমল হবে (এর ব্যাতিক্রম হ'ল টোড়ীরাগ কারণ এই রাগে শুদ্ধ নি ব্যবহৃত হয়)। এই রাগগুলি পরিবেশন করার সময় হ'ল দিন বা রাত ১০টা বা ১২টা থেকে ভোর বা বিকেল ৪টা পর্যন্ত। একই ঠাটের অন্তর্গত বিভিন্ন রাগগুলি কিভাবে আবর্তিত হচ্ছে দিন ও রাত্রির একই সময়ে। ভোর ৪টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত যে সময় তাকে দিনের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং বিকেল ৪টা থেকে পরের দিন ভোর ৪টা পর্যন্ত যে সময় তাকে রাতের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

১২৩। দিনের বেলায় পরিবেশিত রাগ সম্পর্কে আলোচনা কর ঃ-

উঃ (ক) ভোর ৪টা থেকে বেলা ৭টা পর্যন্ত যে রাগ পরিবেশন করা হয় তাকে প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলে। এই ধরনের রাগে 'রে' ও 'ধ' কোমল স্বর এবং 'গ' স্বরটি শুদ্ধ হবে। ব্যতিক্রমে 'ধ' স্বরটি শুদ্ধও হতে পারে।